

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট  
হাইকোর্ট বিভাগ  
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিসডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৮২০৭/ ২০১০

**ইন দি ম্যাটার অফঃ**

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ (২)(ক)(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী  
একটি আবেদনপত্র;

এবং

**ইন দি ম্যাটার অফঃ**

মোহসিন আলী পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোজার  
মাকসুদা ইসলাম

---দরখাস্তকারীপক্ষ

বনাম

বাংলাদেশ গং

---প্রতিবাদীপক্ষ

জনাব এ,এফ, এম, মেসবাহউদ্দিন সঙ্গে

জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, এ্যাডভোকেটদ্বয়

---দরখাস্তকারী পক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম, এ্যাটর্নী-জেনারেল সঙ্গে

জনাব এ,বি,এম, আলতাফ হোসেন, ডেপুটি এ্যাটর্নী-জেনারেল।

---প্রতিবাদীদেরপক্ষে।

শুনানীঃ নভেম্বর ১১ ও ডিসেম্বর ৬, ২০১০ ইং

রায় প্রদান : ৯ ডিসেম্বর, ২০১০ ইং

উপস্থিত :

বিচারপতি জনাব এ,এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২(২)(ক)(খ) অনুচ্ছেদের বিধানমতে  
একটি রীট আবেদন পত্র।

রংপুর জেলার সদর উপ-জেলা, মৌজা রাধাবল্লব, দাগ নং ২৭৪৪ জমির পরিমাণ .৩২

(বর্তমানে ০.৩০৭৭) একর এবং তথায় অবস্থিত সিনেমা হল, যাহা লক্ষী টকিস (রূপালী

সিনেমা) নামে পরিচিত, তাহা ১ নং প্রতিবাদীর নির্দেশিত (এ্যানেল্লার-'এফ') এবং ২ নং

প্রতিবাদী জেলা প্রশাসক রংপুর এর প্রস্তাব অনুযায়ী (এ্যানেক্সার-'জি' সিরিজ) দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের নির্দেশের আদেশ ও কথিত হলের খালি দখল দরখাস্তকারীর বরাবরে হস্তান্তরের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্তকারী পক্ষে তাহার নিযুক্তীয় আমমোঞ্জার অত্র রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের করেন। অতঃপর অত্র আদালতের বিজ্ঞ একটি দ্বৈত বেঞ্চ নিম্নোক্ত মর্মে রুল নিশি জারী করেন ;-

“Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why they should not be directed to grant perpetual lease of the Cinema Hall in question in favour of the petitioner pursuant to the direction of the Ministry of Land vide Annexure-F to the petition and proposal of Deputy Commissioner vide Annexures-G series and why they should not be directed to open the Cinema Hall by removing the seal and hand over the vacant possession of 0.32 acres (now 0.3077) acres) of land at Radhaballav Mouza, Upazilla Rangpur Sadar, Dag No. 2744 with a semi-pucca Cinema Hall standing thereon known as ‘Laxmi Talkies) Rupali Cinema Hall” to the petitioner according to the terms of the lease granted earlier in favour of the petitioner and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

This Rule is made returnable within six weeks from date.

Pending hearing of the Rule, the Respondents are directed to hand over the possession of the Cinema Hall in question, namely, “Laxmi Talkies” to the petitioner within seven days on receipt of balance amount of Tk. 5,60,970 (five lac sixty thousand nine hundred seventy) only.”

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী এই যে, নালিশী সম্পত্তি ও সিনেমা হলের প্রকৃত মালিক ছিলেন শ্রী নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। দরখাস্তকারী ১৯৫৮ সাল হইতে নালিশী সিনেমা হল ভাড়া নিয়া কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন। শ্রী

নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী কোন ওয়ারিশ না রাখিয়া মারা গেলে রংপুর জেলা প্রশাসক ৪/৮৩-৮৪ নং বিবিধ কেইস মূলে কথিত নালিশী সম্পত্তি লা-ওয়ারিশ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করেন; এবং ২৭/০৯/১৯৮৪ ইং তারিখ প্রতিবাদীদের নিকট হইতে দরখাস্তকারী মাসিক ৬০০০/- (ছয় হাজার টাকা) টাকায় একসনা ইজারা গ্রহণ করিয়া সিনেমার ব্যবসা চলাইয়া আসিতেছেন। সিনেমা হলটি লাভজনক করার জন্য দরখাস্তকারী প্রজেক্টশন মেশিন, জেনারেটর, আসন, ফ্যান ইত্যাদির পিছনে বিরাট অংকের টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমানে নালিশী সম্পত্তি সরকারের খাস খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। দরখাস্তকারী প্রতিবাদীদের ইজারাদার এবং তাহা সময় সময় বর্ধিত হইয়াছে। দরখাস্তকারীর ইজারার ভাড়া বকেয়ার জন্য স্মারক নং-রাজস্ব-১১/গোপনীয় তারিখ ১২/০৩/১৯৮৮ ইং মূলে ইজারা বাতিল করিয়া ২ নং প্রতিবাদী কর্তৃক জনৈক নজরুল ইসলাম মাসুমকে কেয়ারটেকার নিয়োগ করা হইয়াছিল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারীর ইজারা পুনর্বহাল হইলে নজরুল ইসলাম মোকাদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকাদ্দমায় দরখাস্তকারীরপক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ০৪/০১/১৯৯০ ইং তারিখে দখল পুনঃরুদ্ধার হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালের নালিশী সম্পত্তির নিলাম ডাক দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপে বাতিল হয়। দরখাস্তকারী আরো উল্লেখ করেন যে, নালিশী সম্পত্তি নিয়া সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দেওয়ানী মোকাদ্দমা রুজু হইয়াছিল, সকল মোকাদ্দমা সরকার তথা প্রতিবাদী পক্ষে রায় হয় এবং দরখাস্তকারী প্রতিবাদীদের একজন আইনসঙ্গত ইজারাদার হিসাবে শান্তিপূর্ণভাবে নালিশী সম্পত্তি ভোগদখলে আছেন। দরখাস্তকারী ১৯৫৮ সাল হইতে মূল মালিকের ভাড়াটিয়া এবং ১৯৮৪ সাল হইতে নালিশী সম্পত্তি খাসে যাওয়ার পর প্রতিবাদীদের ইজারাদার হিসাবে বিরাট অংকের টাকা বিনিয়োগ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে নালিশী সিনেমা হলের ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন।

দরখাস্তকারী সিনেমা হলসহ সম্পত্তি বন্দোবস্ত পাওয়ার নিমিত্তে দরখাস্ত করিলে প্রতিবাদীদের পক্ষ হইতে ১৮/০৮/১৯৮৫ ও ১৮/০৭/১৯৯১ ইং তারিখের চিঠি মূলে

দরখাস্তকারীকে ৫ বৎসর করিয়া দুই মেয়াদের জন্য ইজারা দেয় এবং ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং উক্ত ইজারা ২০০১ ইং সন পর্যন্ত নবায়ন হয়। অতঃপর দরখাস্তকারী ২০০২ সনে নালিশী সম্পত্তির দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য ১ নং প্রতিবাদীর বরাবরে দরখাস্ত করিলে ভূঃমঃ/শা-৬/অর্পিত/রংপুর/১৮৬/২০০২/১০৯৬(১) তারিখ ২৯/১২/২০০২নং স্মারকমূলে ২ নং প্রতিবাদীকে প্রতিবেদন পাঠাতে বলে এবং ২নং প্রতিবাদী প্রতিবেদন পাঠাইলে ১ নং প্রতিবাদী ২ নং প্রতিবাদীকে স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৪/খাজব-১৩২/২০০৩-২১০ তারিখ ০৫/০৪/২০০৪ মূলে আপীল মোকাদ্দমায় কোন স্থগিতাদেশ না থাকিলে নীতিমালা মোতাবেক দরখাস্তকারীর অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করেন। ১ নং প্রতিবাদীর নির্দেশক্রমে ২ নং প্রতিবাদী ০২/১২/২০০৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারীপক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের জন্য সেলামী নির্ধারণপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। ১৮/৮/২০০৫ ইং তারিখে ১,৪৭,৮৬,২১৫.১৮ টাকা সেলামী নির্ধারণ পূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিবাদীগণ তাহাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার জন্য দরখাস্তকারী ২৮/০২/২০১০ ইং তারিখে বিস্তারিত উল্লেখসহ ২ নং প্রতিবাদী বরাবরে নালিশী সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়ার আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিবাদীগণ দরখাস্তকারী বরাবরে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত তাহাদের নিজেদের প্রস্তাব লঙ্ঘন করিয়া হঠাৎ কোন প্রকার নোটিশ প্রদান না করিয়া ২ নং প্রতিবাদী দরখাস্তকারীকে উচ্ছেদ করিয়া নালিশী সিনেমা হলটি দখলে নিয়া সীলগালা করিয়া দেন, যাহা অন্যায়ে, অসৎ উদ্দেশ্যে প্রনোদিত ও যথাযথ আইনসংগত কর্তৃত্ববিহীন। প্রতিবাদীগণ দরখাস্তকারীকে নালিশী সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানে আইন সঙ্গতভাবে বাধ্য। ২ নং প্রতিবাদী ২১/০৯/২০১০ এবং ২৩/০৯/২০১০ ইং তারিখে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের জন্য চিঠি প্রদান করিলে দরখাস্তকারী ২১/০৯/২০১০ ইং তারিখে মোট বকেয়া পাওনার ৫০% ভাগ ভাড়া ৫,৬০, ৯৭০ (পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার নয়শত সত্তর) টাকা পরিশোধ করিয়া প্রতিবাদীদের জানান যে, নালিশী হলের

দখল হস্তান্তরসহ সীলগালা খোলা সাপেক্ষে বাকী বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য দরখাস্তকারী সম্মত আছেন। তাই প্রতিপক্ষের এখন আইনসম্মত কর্তব্য হইতেছে দরখাস্তকারীকে শান্তিপূর্ণভাবে সিনেমা হলের ব্যবসা পরিচালনা করিতে দেওয়া। দরখাস্তকারী তাহার নিকট বকেয়া পাওনা কিস্তিতে পরিশোধ করিতে সম্মত আছেন। দরখাস্তকারীকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ইজারার শর্ত অনুযায়ী দরখাস্তকারীর বরাবরে নালিশী সিনেমা হলের খালি দখল বুঝাইয়া না দিয়া প্রতিবাদীগণ বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। দরখাস্তকারীকে নালিশী সিনেমা হলের দখল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য দরখাস্তকারীর পক্ষে তাহার বিজ্ঞ আইনজীবী নোটিশ ডিম্যান্ডিং জাস্টিস প্রেরণ করেন কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় অত্র রীট মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে অত্র রুল নিশি জারী এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রচার হয়।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ,এফ,এম, মেসবাহউদ্দিন সঙ্গে জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন উপস্থিত হইয়া রুলটি সমর্থন করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, দরখাস্তকারী ১৯৫৮ সাল হইতে নালিশী সম্পত্তি ইজারামূলে ভোগদখল করিতেছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে প্রতিবাদীগণ দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া তিনি অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা ১৯৯৫ এর ৩.০, অনুচ্ছেদের (জ) নং উপ-অনুচ্ছেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নিবেদন করেন যে, অন্ততঃ ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নিয়মিতভাবে সরকারী পাওনা পরিশোধ করিয়া একসনা লীজমূলে জমির দখলে আছেন এখন লোকদের সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। যেখানে দরখাস্তকারী ১৯৫৮ সাল হইতে মূল মালিক এবং ১৯৮৪ সাল হইতে প্রতিবাদীদের নিকট হইতে লীজ মূলে ভোগ দখলে আছেন। সেখানে দরখাস্তকারী আইনসম্মতভাবে নালিশী সম্পত্তির দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়ার হকদার।

অন্যদিকে ১ নং প্রতিবাদীপক্ষে এফিডেভিট-ইন-অপজিশন দাখিল করিয়াছে। ১নং প্রতিবাদী তাহাদের এফিডেভিট-ইন-অপজিশন দাখিলের পূর্বে ২নং প্রতিবাদীর পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাতিলের নিবেদন করিয়া এক আবেদন পত্র দাখিল করা হয়। কিন্তু যেহেতু মূল রীট মোকদ্দমাটি শুনানী করিতে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের নিবেদন ছিল যাহার ফলে মূল রীট মোকদ্দমাটি শুনানী করায় উক্ত আবেদন পত্র শুনানী অনাবশ্যিক হইয়া পড়ে। প্রতিবাদী পক্ষ তাহাদের এফিডেভিট-ইন-অপজিশনে দরখাস্তকারীর মূল বক্তব্য অস্বীকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী নালিশী ভূমি ও লক্ষ্মী টকিস সিনেমা হলের এস,এ, রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন। তবে দরখাস্তকারী তাহার ভাড়াটিয়া ছিলেন কিনা তাহা প্রতিবাদীপক্ষের জানা নাই। নালিশী জমি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯২ ধারা অনুযায়ী ০৪/৮৩-৮৪ নং মিস কেসের আওতায় খাসজমি হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং ১২ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর 'লা ওয়ারিশ সম্পত্তি হিসাবে ১ নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড হয়। দরখাস্তকারীর আবেদনের ভিত্তিতে ২৭/০৭/১৯৮৪ ইং তারিখ হইতে ৩০/০৬/১৯৯০ তারিখ পর্যন্ত মাসিক ভাড়াটিয়া হিসাবে মাসিক ৮,৫৫০/- টাকায় দরখাস্তকারীকে অস্থায়ী হিসাবে ইজারা দেওয়া হয় এবং যাহা জুন ২০০২ ইং সাল পর্যন্ত নবায়ন করা হয়। ১ নং প্রতিবাদীর পক্ষে ইস্যুকৃত স্মারক নং-ভূঃমঃশা-৪/খাজব/৯/৯৮-৬২১(৭০) তারিখ ১৫/১১/১৯৯৮ (এ্যানেক্সার-১-সিরিজ) এর আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নালিশী সিনেমা হলের ইজারা দেওয়া হয় নাই, এমনকি নবায়নও করা হয় নাই। দরখাস্তকারী বর্তমানে নালিশী সিনেমা হলের দখলে নাই। ২ নং প্রতিবাদী কর্তৃক আইনসঙ্গতভাবে ১২/০৮/২০১০ ইং তারিখে নালিশী সিনেমা হলের দখল গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে দরখাস্তকারীর কথিত ব্যবসায়িক অংশীদার জঁনৈক আনোয়ারুল ইসলাম সিনেমা হলের ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন; দরখাস্তকারী উক্ত আনোয়ারুল ইসলামকে উচ্ছেদ করার জন্য ২ নং প্রতিবাদী বরাবরে ০৩/০৮/২০১০ ইং তারিখে (এ্যানেক্সার-৩) এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ইহা

স্বীকৃত যে, নালিশী সিনেমা হলটি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে কিছু অফিসিয়াল চিঠিপত্র আদান প্রদান হইয়াছিল কিন্তু খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর ভিত্তিতে নালিশী সম্পত্তি পৌর এলাকাভুক্ত বিধায় বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেওয়াই সমীচীন হইবে এই বিষয়ে ২ নং প্রতিবাদীর মতামত প্রদানের অনুরোধ করিলে ২ নং প্রতিবাদী ১৮/০৮/২০১০ ইং তারিখে তাহার (অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাতিলের আবেদন পত্রের এ্যানেক্সার-২ সিরিজ এর পৃষ্ঠা-২৩) মতামত প্রদান করেন। প্রতিবাদী আরও বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারী ইতিপূর্বে সম্পাদিত ইজারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়া শঠতার আশ্রয় নিয়া সন্দেহভাজন এজেন্ট নিয়োগ করিয়া অবৈধভাবে নালিশী ভূমি ও সিনেমা হল দখলে রাখিয়া ছিলেন, যাহা আইনসঙ্গতভাবে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। এই উচ্ছেদ কার্য প্রণালী দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনা যদি দরখাস্তকারী দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্যতার অধিকারী হন, বিধায় বিষয়টি রীটের এখতিয়ারের আওতাভুক্ত নয়। দরখাস্তকারী নালিশী সিনেমাসহ তৎসংলগ্ন জমি ০১/০৭/২০০৪ হইতে ১১/০৭/২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত অবৈধভাবে জবর দখলে ছিলেন বিধায় উহার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের জন্য ২১/০৯/২০১০ ইং তারিখে (এ্যানেক্সার-১ সিরিজ-পৃষ্ঠা-১২) ১১,২১,১৩১/- টাকা পরিশোধের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। দরখাস্তকারীর বর্ণনা মতে ইজারা নবায়ন না হওয়ায় ২০০২ সালের জুন মাসের পর হইতে দরখাস্তকারীর কোন ইজারাদার হিসাবে নালিশী সিনেমা হলের দখলে থাকিতে পারেনা কিংবা দখল পুনরুদ্ধার হইতে পারে না। দরখাস্তকারী নালিশী জমি অবৈধ দখলের জন্য জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। দরখাস্তকারী নালিশী সম্পত্তি অবৈধ দখলে রাখা জন্য দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত পাওয়ার কোন অধিকার বা স্বত্ব অর্জিত হয় নাই যে দরখাস্তকারী রীট এখতিয়ারে তাহার অধিকার বলবৎ করার জন্য আসিতে পারেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, পৌর এলাকার সরকারী খাসজমি, খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর বিধান অনুযায়ী প্রকাশ্য দরপত্র আহ্বানের

मध्ये विणयेर विकल्प कोन विधान नाई एवं एई नीतिमालाय १ वत्सरेर इजारा वा अन्य कोन इजारा प्रदानेर कोन विधान नाई; सेहेतु दरखास्तकारीर रीट आवेदनटि त्रमातुक, एवं रक्षणीय नय विधाय खारिजयोग्य एवं दरखास्तकारी कोन प्रतिकार पाईते पारेना।

शुनानीकाले प्रतिवादी पक्षे विज्ज एग्याटर्नी-जेनारेल जनाव माहबुवे आलम सक्षे डेपुटि एग्याटर्नी-जेनारेल जनाव ए,वि,एम आलताफ होसेन, एफिडेडिडि इन अपजिशाेनेर वञ्जव्य समर्थन करिया निवेदन करेन ये, दरखास्तकारी नालिशी सम्पत्तिते एकसना इजारादार छिलेन, २००२ सालेर जून मास एर पर इजारा नवायन करा ह्य नाई। दरखास्तकारी नालिशी सम्पत्ति हईते अवैध दखलदार हिसावे ११/०९/२०१० इं तरिखे उच्छेद हईयाछेन। दरखास्तकारीर अत्र रीट मोकादमा रक्षणीय नय मर्मे चलिते पारेना। दरखास्तकारी आमोङ्गारेर माध्यमे कथित एजेन्ट नियोग करिया ताहार लीज बहाल थाका अवज्ञायई तथा २००२ सालेर जूनेर पूर्वेई लीजेर शर्त भङ्ग करियाछेन येहेतु नालिशी जमि एकटि सिनेमा हल सेहेतु अकृषि खसजमि व्यवस्थापना ओ वन्देवस्तेर नीतिमाला १९९५ एर ३(थ) अनुच्छेदेर विधान अनुयायी ३ (क-त) अनुच्छेदेर विधान व्यतीत अन्यान्य सकल क्षेत्त्रे शहर एलाकार खसजमि निलामे विणयेर बाईरे अन्य कोनभावे निस्पत्तिर कोन सुयोग नाई। तई कथित खस जमिते दरखास्तकारीर कोन आइन सङ्गत अधिकार अर्जित ह्य नाई। दरखास्तकारीर रीट मोकादमाटि त्रान्त धारणा प्रसूत विधाय कोन प्रतिकार पाईते हकदार नहे मर्मे खारिज योग्य।

आमरा उभय पक्षेर विज्ज आइनजीवीगणेर जोरालो युज्जितर्क वस्तुनिष्ठ वञ्जव्य, रीट आवेदनपत्र, एफिडेडिडि इन अपजिशाेन इत्यादि अत्यन्त सतर्कता ओ गुरुरेत्तेर सहित विचार विश्लेषण करिलाम। दरखास्तकारीपक्षेर निवेदन हईतेछे दरखास्तकारी १९५८ साल हईते मूल मालिकेर भाडाटिया हिसावे एवं मूल मालिक उन्तराधिकारविहीन इन्तेकाल करिले १९८४ साले नालिशी सम्पत्ति सरकारेर खस खतियानतुङ्ग हईले तखन हईते एकसना इजारादार हिसावे २००२ साले पर्यन्त इजारा नवायनपूर्वक भोगदखल करितेछिलेन एवं परवर्तीते



নালিশী সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের দরখাস্ত দিলে প্রতিবাদীদের পক্ষ হইতে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠিপত্র আদান প্রদান হইয়াছে; তদুপরী দরখাস্তকারী যেহেতু ১৯৮৪ সাল হইতে ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নালিশী সম্পত্তি একসনা ইজারামূলে নিয়মিত সরকারী পাওনা পরিশোধ করিয়া ভোগদখল করিতেছে এবং যেহেতু প্রতিবাদী পক্ষ হতে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয়ে ১ ও ২নং প্রতিবাদীর মধ্যে পত্র আদান প্রদান হইয়াছে, সেহেতু অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৩ (জ) এর বিধানমতে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত পাওয়ার আইনসম্মত অধিকার অর্জন করিয়াছেন বিধায় রুলটি এ্যাবসলিউট হইবে।

অন্যদিকে প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হইল। দরখাস্তকারী ২০০২ সালের জুন মাসের পর হইতে অবৈধ দখলদার এবং তাহার ইজারা নবায়ন হয় নাই। তিনি ইতিপূর্বে ইজারার শর্ত ভঙ্গসহ ডিফল্টার হইয়াছেন। তাহাছাড়া, নালিশী সম্পত্তি একটি সিনেমা হলসহ খাসজমি সেহেতু অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৩(খ) এর বিধান অনুযায়ী শহর এলাকার খাসজমি নিলাম ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীর বরাবর বিক্রয় ছাড়া অন্য কোন বিধান নাই।

আমাদের সামনে এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৩(জ) অনুযায়ী নালিশী জমি দরখাস্তকারী দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত পাইতে পারে কি? না কি নীতিমালার ৩(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিলামের মাধ্যমে নালিশী জমি বিক্রয় করিতে হইবে।

বিষয় দুইটি স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর ৩ নং অনুচ্ছেদ নিম্নে উপস্থাপন করা সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। যথা; “ ৩.০ অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের নীতিমালা : (ক) সরকারী প্রয়োজনে যে কোন

সরকারী দপ্তর বা সংস্থাকে অকৃষি খাসজমি বন্দেবস্ত দেওয়া হইবে। তবে সেই ক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) ধর্মীয় উপসানালয়, এতিমখানা, কবরস্থান ও শশ্মানঘাট স্থাপনের জন্য পরিমানমত জমি বন্দেবস্ত দেওয়া যাইবে। এইক্ষেত্রে বাজার দর অনুযায়ী জমির মূল্য নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দেবস্ত দেওয়া যাইবে।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিমানমত জমি নির্ধারিত মূল্যের ১০% মূল্যে বন্দেবস্ত দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকার কর্তৃক বৈধভাবে পুনর্বাসিত লোকজনকে সংশ্লিষ্ট জমি সরকারের অন্য কোন প্রয়োজন না লাগিলে দখল বিবেচনায় আনিয়া পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দেবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় এই ধরনের বন্দেবস্ত দেওয়া যাইবেনা।

(ঙ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি সাহিত্যিক বা জাতীয় পর্যায়ে নিজ অবদানের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিকে সরকার প্রধানের অনুমোদনক্রমে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে সর্বোচ্চ ০.০৮ (আট শতাংশ) পর্যন্ত জমি বাজার দরে বন্দেবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এক্ষেত্রে সরকার প্রধান ইচ্ছা করিলে রেয়াতী মূল্যে বন্দেবস্তের আদেশ দিতে পারিবেন।

(চ) প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি রেজিস্ট্রিকৃত সমবায় এর মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (ন্যূনপক্ষে পাঁচতলা ভবন হইবে) এর জন্য জমি বন্দেবস্ত নিতে চান তাহা হইলে তাহাদিগকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০ একর এবং জেলা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০ একর পর্যন্ত জমি বন্দেবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এইক্ষেত্রে তাহাদের জমির সমূদয় মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে এবং তাহাদের দলে

একই পরিবারের একজনের বেশী সদস্য থাকিতে পারিবে না। বহুতল বিশিষ্ট ভবনের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫) শতাংশ হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

(ছ) শহর এলাকার বাহিরে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদনকারী যদি মোট প্রয়োজনীয় জমির  $\frac{1}{8}$  অংশ নিজে সংগ্রহ করেন তাহা হইলে সর্বোচ্চ  $\frac{1}{8}$  অংশ পরিমাণ সংলগ্ন খাস জমি বাজারদরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(জ) অন্ততঃ ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নিয়মিতভাবে সরকারী পাওয়ানা পরিশোধ করিয়া একসনা লীজমূলে জমির দখলে আছেন এমন লোকদেরকে সর্বোচ্চ ০.০৫ একর (পাঁচ শতাংশ) জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ঝ) যে সকল অধিগ্রহণকৃত জমিন পুনঃ গ্রহণের মাধ্যমে খাস করা হইয়াছে বা হইবে সেই সকল জমির মূল মালিক বা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় না করিয়া বাজার দরে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ০.০৮ একর (আট শতাংশ) জেলা ও থানা সদরে এবং পৌর এলাকার সর্বোচ্চ ০.১৬ একর (ষোল শতাংশ) এবং ইহার বাহিরের এলাকায় সর্বোচ্চ ০.৩২ একর (বত্রিশ শতাংশ) জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ তাহার নিকট হইতে অধিগ্রহণকৃত জমির অর্ধেক অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবে না। তবে কাহাকেও শহর এলাকায় মোট ০.০৪ একর (চার শতাংশ) এবং পল্লী এলাকায় ০.১০ একর (দশ শতাংশ) অপেক্ষা কমও দেওয়া হইবে না। তাহাছাড়া, যেহেতু বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমির পরিবর্তন মালিক যেহেতু সেহেতু তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত এম ভূমি মালিকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজনকেই সুবিধা দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত প্রদানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে।

(এ৩) মেট্রোপলিটন এলাকা এবং জেলা শহরের বাহিরে গবাদিপশু বা দুগ্ধ খামার এবং হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হইতে হইবে। হাঁস-মুরগীর খামারের জন্য সর্বোচ্চ ২.০ একর ও দুগ্ধ খামারের জন্য সর্বোচ্চ ৫.০ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। বন্দোবস্ত প্রাথমিকভাবে ১০ বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। প্রথম ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরোপুরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই জমি পরবর্তীতে সন্তোষজনক পরিচালনার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তে রূপান্তর করা যাইবে। তবে প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে বা পরবর্তীতে যে কোন সময় পরিত্যক্ত হইলে বা বন্দোবস্তের শর্ত যথাযথভাবে পালিত না হইলে বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

যদি কেহ নিজ জমিতে হাঁস-মুরগীর খামার বা দুগ্ধ খামার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাকে তাহার খামারের সংলগ্ন খাস জমি উপরোক্ত নিয়মে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ট) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য সরকারী খাস পুকুর দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০.০ একর আয়তন বিশিষ্ট পুকুর নিবন্ধনকৃত সমবায় বা ব্যক্তিমালিকানাধীন (প্রাইভেট লিমিটেড) কোম্পানীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০.০ একর এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে যে কোন আয়তনের খাস পুকুর বা বদ্ধ জলমহাল দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে প্রাথমিকভাবে ১০বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে যদি প্রকল্পটি পুরোপুরি প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত এবং বন্দোবস্তের সকল শর্ত বন্দোবস্ত গ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত হয় তাহা হইলে একই পুকুর বা বদ্ধ জলমহাল পরবর্তীতে সন্তোষজনক পরিচালনার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত রূপান্তর করা যাইবে। কিন্তু প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হইলে

বন্দোবস্ত যে কোন সময় বাতিল করিবার শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে।

(ঠ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে অথবা যৌথ উদ্যোগীদেরকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে মেট্রোপলিটন এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের হোটেল/মোটেল (তিন তারক্য ও তদুর্ধে) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ড) কারখানা ও বাড়ী সংলগ্ন খাস জমি আছে এবং সেই খাস জমির অবস্থান এবং যে উহা অন্য কাহাকেও বন্দোবস্ত প্রদান করিলে বাড়ী বা শিল্প কারখানায় যাতায়াতসহ অন্যান্য অসুবিধা সৃষ্টি হইবে সেক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক বা শিল্প কারখানার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এই খাস জমি (কৃষি বা অকৃষি যাহাই হোক না কেন) বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। তবে এইরূপ বন্দোবস্ত কেসে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত সম্পাদন করিয়া এবং প্রচলিত নিয়মে সেলামী ধার্য করিয়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাইতে হইবে।

(ঢ) কমপক্ষে ২০ বৎসর বা তদোর্ধকাল যাবত সরকারী/আধা সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন বা ছিলেন এইরূপ কমপক্ষে ৩০ জন বা তদোর্ধ সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট সরকারী/আধাসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন (ন্যূনপক্ষে) পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী নির্মাণের জন্য যে মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০(এক) একর বা জেলা বা থানা শহরে সর্বোচ্চ ৩.০ (তিন) একর পর্যন্ত খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন সরকারী/আধাসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সরকারী কর্মচারী /কর্মকর্তাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবে না। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য

সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ এক (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মে ধার্যকৃত সেলামী আদায় করিতে হইবে এবং ইহাতে সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।

(গ) কমপক্ষে ১৫ জন বা তদুর্ধ্ব সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সংগঠনকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন (ন্যূনপক্ষে পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ী) নির্মাণের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ১.০(এক) একর এবং জেলা বা থানা সদরে সর্বোচ্চ ৩.০ (তিন) একর পর্যন্ত খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। মেট্রোপলিটন এলাকা বা জেলা শহরে বাড়ী বা বাড়ী করার মত জমি আছে এইরূপ কোন মুক্তিযোদ্ধাকে সংগঠনের সদস্য করা যাইবেনা। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য সমবায়ের প্রতি দুইজন সদস্যের জন্য ০.০২৫ একর (২.৫ শতাংশ) হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে এবং ইহাতে সরকার প্রধানের অনুমোদন লাগিবে।

(ত) (i) বানিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশী রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ফুলের চাষ করার জন্য সর্বোচ্চ ৫.০

(পাঁচ) একর পর্যন্ত খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(ii) বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য সর্বোচ্চ ১৫.০ (পনর) একর পর্যন্ত খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(iii) রাবার চাষের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে সর্বোচ্চ ৩০.০ (ত্রিশ ) একর এবং নিবন্ধনকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সর্বোচ্চ ১০০.০০ (একশত) একর পর্যন্ত খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।

(iv) উপরোক্ত (i), (ii) ও (iii) নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমি বন্দোবস্ত প্রদানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগিবে। তবে সরকার প্রধানের

অনুমোদনক্রমে বর্ণিত জমি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া  
যাইবে।

(খ) উপরোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শহর এলাকার খাস জমি নিলামে  
বিক্রয় করা হইবে,

(দ) খাস খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা, ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃ  
নদী পুকুর, বাঁধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ ও ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন  
পর্যায়ের দপ্তরের এলাকাধীন জমি বন্দোবস্তের আওতায় আসিবে না। এইগুলি  
জমির শ্রেণী পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালা সাপেক্ষে স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত সংরক্ষণীয়  
তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। হাট বাজারের জমিও এই নীতিমালার আওতায়  
বন্দোবস্তযোগ্য হইবে না।

(ধ) পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালু জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক  
সংস্থার কোন রূপান্তর না করার শর্তাধীনে উৎপাদনশীল কার্যে ব্যবহারের জন্য  
বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।"

প্রথমে নীতিমালা ৩.০ অনুচ্ছেদ (জ) উপ-অনুচ্ছেদটি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করার জন্য  
নিম্নে পুনরায় উল্লেখ করা হইল। কেননা দরখাস্তকারী দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা দাবীর একমাত্র যুক্তি  
এই বিধির সাথে সম্পৃক্ত।

(জ) "অন্ততঃ ১০ বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া নিয়মিতভাবে সরকারী পাওনা পরিশোধ  
করিয়া একসনা লীজমূলে জমির দখলে আছে এমন লোকদের সর্বোচ্চ ০.০৫ একর  
(পাঁচ শতাংশ) জমি বাজার দরে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে।"

এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত (জ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা স্পষ্ট যে, একসনা লীজমূলে  
১০ বৎসর নিয়মিত সরকারী পাওনা পরিশোধ করিয়া জমির দখলে থাকিলেই কেবল বাজার  
দর মূল্যে সর্বোচ্চ ০.০৫ (পাঁচ শতাংশ) জমির বন্দোবস্ত গ্রহণযোগ্য।

এখানে আমাদের দেখার বিষয় যে দরখাস্তকারী উক্ত বিধি যথাযথ পালন পূর্বক তদানুযায়ী নালিশী খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার হকদার কিনা?

দরখাস্তকারী দাবী করেন যে, ১৯৫৮ সাল হইতে মূল মালিকের ভাড়াটিয়া হিসাবে এবং খাস খতিয়ানে যাওয়ার পর সরকার তথা প্রতিবাদীর নিকট হইতে ইজারামূলে নালিশী জমি তিনি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন; যাহার স্বপক্ষে তিনি এ্যানেন্সার-'বি' Agreement for lease, যাহা ১৯৯৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ৩০ জুন ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময় এক বৎসরের জন্য; এ্যানেন্সার-ই যাহা ১লা জুলাই ১৯৯০ সাল হইতে ৩০ জুন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৫(পাঁচ)বৎসরের জন্য আর একটি Agreement for lease, ইহা ছাড়া লীজ নবায়নের আর কোন Agreement দাখিল করেন নাই, তবে যেহেতু প্রতিবাদী পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, নালিশী জমি ইজারা ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত নবায়ন ছিল সেই ক্ষেত্রে আমাদের তাহা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। দরখাস্তকারী যে অবৈধভাবে মাসিক ভাড়া প্রদান ব্যতিরেকে নালিশী জমি ভোগ দখলে ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এ্যানেন্সার-'কে' মূলে, যেখানে দরখাস্তকারী ক্ষতিপূরণ বাবদ ১১,২১,৯৩৪/-টাকার অর্ধেক ৫,৬০,৯৭০/- (পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার নয়শত সত্তর) টাকা চালানোর মাধ্যমে জমা দিয়াছেন। যাহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত যে দরখাস্তকারী নালিশী জমিতে ২০০২ সালের জুন মাসের পর হইতে অবৈধ দখলদার ছিলেন। তাই বলা যায় না যে, দরখাস্তকারী খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর অনুচ্ছেদ ৩.০ উপ-অনুচ্ছেদ (জ) অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সরকারী পাওয়ানা পরিশোধ করিয়া একসনা লীজমূলে ভোগ দখলে আছেন; সেই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর এই প্রত্যাশা ও আইনে রক্ষণীয় নহে। ইহাছাড়া, অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩.০ উপ-অনুচ্ছেদ 'ক-ধ' পর্যন্ত যাহা পূর্ণাঙ্গভাবে পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে যেখানে যে সকল কোঠায় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যায় দরখাস্তকারী উহার কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী কোন কোঠায় অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত পাইতে যোগ্যতার অধিকারী নহে। শুধুমাত্র উপ-



অনুচ্ছেদ (খ) এর বিধান মতে খাসজমি নিলামে অংশ গ্রহণ ছাড়া। তাহাই প্রতিবাদীপক্ষের জোরালো যুক্তি বিধায় রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নহে মর্মে রুলটি খারিজ হইবে।

বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল মহোদয় আরো নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী তাহার বরাবরে অনিয়মিত একসনা ইজারা যাহা ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত নবায়ন ছিল তাহা আমমোক্তার এর মাধ্যমে এজেন্ট তথা তথাকথিত পার্টনার নিয়োগ করিয়া ও সেই ইজারা চুক্তির শর্তভঙ্গ করিয়াছেন, এই বিষয়ে বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল মহোদয় দরখাস্তকারীর রীট আবেদনের এ্যানেক্সার-'বি' এবং 'ই' এর 'এইচ' অনুচ্ছেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাহা নিম্নরূপ :

(h) Not to assign or sub-let any building or structure standing of the schedule 'A' property to any third party without the lessor's previous consent or permission in writing.

বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল এফিডেভিট-ইন-অপজিশানের "এ্যানেক্সার-৩" এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, দরখাস্তকারী যে, বর্তমানে নালিশী সিনেমা হলের দখলেই নাই এবং তিনি নিজে উহা পরিচালনা করেন না তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত। সেই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর ইজারা চুক্তির শর্তভঙ্গ করিয়া সকল প্রত্যাশা হইতে আইনগতভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন, যাহা রীট এখতিয়ারে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ হইলে আমরা "এ্যানেক্সার-৩" বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, ইহা দরখাস্তকারীর পক্ষে মাকসুদা ইসলাম যিনি আমমোক্তার হিসাবে এই রীট মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, তিনি ২নং প্রতিবাদী বরাবরে ০৩/০৮/২০১০ ইং তারিখে লক্ষ্মী টকিজ এর প্যাডে এক চিঠি লিখিয়াছেন, যাহা অনুধাবনের সুবিধার্থে নিম্নে পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃত হইল।

সূত্রঃ

বরাবর,

তারিখঃ ০৩.০৮.২০১০ ইং

মাননীয় জেলা প্রশাসক  
রংপুর।

বিষয়ঃ লক্ষ্মী টকিজ (রূপালী) সিনেমা হলের প্রদর্শনী বন্ধ রাখার প্রসংগে।

জনাব,

সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, লক্ষ্মী টকিজ (রূপালী) হলের আমার কর্তৃক নিয়োগকৃত পূর্বের ব্যবসায়িক পার্টনার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম অসৎ উদ্দেশ্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করে সিনিয়ার সহকারী জজ আদালতে আমার নামে একটি হলে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যার মামলা নং-অন্য ২৪০/১০ কপি সংযুক্ত। কিন্তু সিনেমা প্রদর্শনীর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় নাই।

পূর্বের ব্যবসায়িক পার্টনার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম আমার লাইসেন্সের বলে এখনও সিনেমা প্রদর্শনী চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাকে চুক্তিপত্র অনুযায়ী মাসিক মুনাফা প্রদান বন্ধ করে রেখেছে। উল্লেখ্য আমার নামে হলের লাইসেন্স আছে যা ২০০৯ সাল পর্যন্ত নবায়ন করা আছে এবং ২০১০ সালের নবায়নের জন্য আবেদন আপনার কার্যালয়ে দাখিল করা আছে।

এমতাবস্থায় মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কর্তৃক হলের সিনেমা প্রদর্শনী জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ মহসীন আলী)

প্রোপ্রাইটার ও লীজ গ্রহীতার পক্ষে

মাকসুদা ইসলাম

বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল আরও বলেন যে, নালিশী খাস জমি একটি সিনেমা হল তাহা নীতিমালার (খ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাই প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয়ের কোন বিকল্প নাই।

ইহার জবাবে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী খাস ভূমির সংজ্ঞা বলিতে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর 2(15) ধারা উল্লেখ করেন যাহা নিম্নরূপঃ Khas land or land in khas possession in relation to any person, includes any land let out together with any building standing

thereon and necessary adjacent thereto, otherwise than is perpetuity."

"কোন ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট খাসজমি অথবা খাস দখলের জমি বলিতে চিরস্থায়ী নহে এমনভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যে কোন জমি তৎসহ তাহার উপর বিদ্যমান যে কোন ভবন এবং তাহার সংলগ্ন প্রয়োজনীয় স্থাপনা অন্তর্ভুক্ত।"

দরখাস্তকারীর খাসজমি সম্পর্কে প্রদত্ত অত্র সংজ্ঞা অত্র রীট মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন প্রভাব ফেলিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সার্বিক আলোচনা ও এ্যানেন্সার সমূহ বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মূল ইজারা গ্রহিতা হিসাবে দাবীদার জনৈক মোহসিন আলী সর্ব সময়ে ঘটনার অন্তরালে রহিয়াছেন। এ্যানেন্সার-'সি' মূলে দেখা যায় ১৯৮৮ সালেও তাহার পক্ষে জনাব এন্সাজ উদ্দিন কথিত নালিশী ভূমির ভোগদখলকারী ছিলেন। ইজারাকৃত সম্পত্তিতে একটি সিনেমা হলসহ .৩২ একর ভূমি যাহাতে ব্যবসা পরিচালনা তথা সিনেমা হলের ব্যবসা পরিচালনার জন্য তাহার নিকট আত্মীয় এক মহিলাকে আমমোক্তার নিয়োগ করিয়াছেন যদিও মেয়াদ উত্তীর্ণ লীজ এগ্রিমেন্ট এর শর্ত অনুযায়ী তাহা অবৈধ এবং এই আমমোক্তার যিনি এই রীট মামলা দায়ের করিয়াছে তাহার ঠিকানা দেখা যায় ঢাকায়, যিনি একজন মহিলা অধিকন্তু ঢাকা হইতে রংপুর জেলা শহরে সিনেমা হলের ব্যবসা করেন! যাহা বর্তমানে আমাদের দেশের এই সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার আলোকে বিশ্বাস করা দুরূহ ব্যাপার। দরখাস্তকারী ঘটনার অন্তরালে থাকিয়াই অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কথিত নালিশী সম্পত্তি জবর দখলে ছিলেন, তাহা রীট আবেদনপত্রে দাখিলকৃত এ্যানেন্সার হইতে সুস্পষ্ট প্রমানিত। এই সব ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের করায়ত্ব হইতে শহর অঞ্চলের খাসজমি উদ্ধার, ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের জন্য সরকার ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা প্রণয়ন করে। যাহার ভূমিকার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ না করিলেই না, যেমনঃ- "ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকারের খাস জমি আছে। কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের একটি নীতিমালা আছে। কিন্তু অকৃষি

খাসজমি বন্দোবস্তের কোন নীতিমালা না থাকায় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান দীর্ঘদিন ধরিয়ৱা বন্ধ আছে। ফলে শহরাঞ্চলে অকৃষি খাস জমি কোন না কোনভাবে প্রভাবশালী মহলের লোকজনের অবৈধ দখলে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহারা দখলের সমর্থনে জালজালিয়াতির মাধ্যমে কাগজপত্র তৈরী করিয়া আদালত হইতে ডিক্রি লাভ করিয়াছেন বা প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।" অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা ১৯৯৫ এর এই ভূমিকার আংশিক বিশ্লেষণ করিলে কেন এই নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল তাহা এই রীট আবেদনের ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে কতটা মিল রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং যথার্থই উপলব্ধির বিষয়। "ভূমিহীনদের ভূমি দেও", "বাস্তহীনদের বাস্তু দেও", "জাল যার জলা তার" এই সব মানবতাবাদী শ্লোগান যেন স্বাধীনতার এত বৎসর পর ও শুধু শ্লোগান হিসাবেই শোভা না পায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ভূমিহীন ভূমি পায়, বাস্তহীন আশ্রয় পায়, প্রকৃত জেলেরা জলার উপর সহজ শর্তে পূর্ণাঙ্গ অধিকার পায় এই সকল বিষয়ে প্রাধান্য দিয়া সরকার খাস জমি বিলি বন্টন/বন্দোবস্ত, জলাশয় সমূহ ইজারা এবং বাস্তহীন বস্তিবাসিদের বাসস্থানের নিমিত্তে অকৃষি খাসজমি বিলি বন্টন, বন্দোবস্ত ও ইজারার বিষয়ে আরো অত্যন্ত সহজ অথচ প্রভাবশালীদের প্রভাবমুক্ত থাকে এই ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন ছাড়া এদেশে ভূমিহীনরা কোনদিন ভূমি পাইবে না এবং "জাল যার জলা তার" এই নীতির বাস্তবায়নও হইবে না।

নালিশী সম্পত্তির পরিমান বর্তমানে ০.৩০৭৭ একর যেখানে অংশ বিশেষ লক্ষ্মী টকিজ (রূপালী) সিনেমা হল নামের একটি আধাপাকা স্থাপনা রহিয়াছে এবং যাহা রংপুর শহরে অবস্থিত। যাহা অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার ২.০ অনুচ্ছেদের সংজ্ঞা অনুযায়ী অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য বিধিটি পুনরায় উপস্থাপন করা হইলঃ

২.০ সংজ্ঞা : (ক) অকৃষি খাসজমি; দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল থানা সদর বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী শহরাঞ্চল হিসাবে বিবেচিত

হইবে। এই সকল এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাসজমি অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সকল জমি অকৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নালিশী সিনেমা হলটি অকৃষি খাস জমি হিসাবেই গণ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে নীতিমালার ৩(খ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নালিশী সিনেমা হলটি নিলামে বিক্রয়ের বিকল্প কোন পস্থা নাই।

উপরোক্ত সার্বিক আলোচনা বিচার বিশ্লেষণে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারী ২০০২ সালের জুন মাসের পর হইতে নালিশী সম্পত্তিতে একজন অবৈধ দখলদার, ইহাছাড়া ২০০২ সালের পূর্বে একসনা লীজ গ্রহীতা হিসাবেও দরখাস্তকারীর লীজের নীতি ভঙ্গ করিয়া আমমোঞ্জর এর মাধ্যমে কথিত এজেন্ট নিয়োগ ও সাব-লেট দিয়া নিজে সর্ব সময়ে ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া ক্ষমতার অবৈধ প্রভাব খাটাইয়া প্রতারণামূলকভাবে নালিশী জমি অবৈধ দখল করিতেন। সেহেতু, নীতিমালা ৩(জ) অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী নালিশী জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার কোন এখতিয়ার দরখাস্তকারীর নাই; অধিকন্তু অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা ১৯৯৫ এর বিধান অনুযায়ী নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩ (ক হইতে ত পর্যন্ত উল্লেখিত) বিধান সাপেক্ষে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩.০ উপ-অনুচ্ছেদ (খ) এর বিধান অনুযায়ী নালিশী ভূমি ও তৎসহ সিনেমা হল নিলামে বিক্রয় এর বিকল্প কোন বিধান নাই; সেইক্ষেত্রে প্রতিবাদীপক্ষ অত্র নীতিমালা জারী তথা ১৯৯৫ সালের পর কোন অবস্থায় নালিশী সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানে কোন পদক্ষেপ নেওয়া (তথা এ্যানেক্সার-'এফ' এবং 'জি' সিরিজ) সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ববিহীন। দরখাস্তকারীর এ্যানেক্সার-'এফ' এবং 'জি' সিরিজ এর জন্ম তারিখ ০৫/০৪/২০০৪ ইং কিন্তু অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালার জন্ম ১৯৯৫ সালের ৮ই মার্চ; সেখানে দরখাস্তকারীর দাবী মতে উল্লেখিত নীতিমালার বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন পূর্বক ১ ও ২ নং প্রতিবাদীর মধ্যে কিভাবে নালিশী অকৃষি খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান প্রদান হয় তাহা কিছুতেই বোধগম্য নয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান যে, প্রশাসনের ছত্রছায়ায়ই ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ

তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার এর সুযোগ নিয়া প্রকৃত অধিকারীদের আইনসম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। তাহা না হইলে ১৯৯৫ সালের অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালায় অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া কিভাবে দরখাস্তকারীর বরাবরে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের বিষয়ে পত্রালাপ করেন তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রতিবাদীদের নিকট চাওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। যেহেতু ১৯৯৫ সালের অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার বিধি বিধান লঙ্ঘন করিয়া ১ ও ২নং প্রতিবাদী কথিত দরখাস্তকারীর বরাবরে যে দীর্ঘ মেয়াদী কথিত বন্দোবস্ত প্রস্তাব এর বিষয়ে চিঠিপত্র আদান প্রদান করিয়াছেন যাহা দরখাস্তকারী তাহার রীট আবেদনের এ্যানেক্সার-'এফ' এবং 'জি'-সিরিজ হিসাবে দাখিল করিয়া তাহার ভিত্তিতে যে প্রতিকার এর প্রার্থনা অত্র রীট আবেদনের প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা ১৯৯৫ সালের অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার চরম লঙ্ঘন বিধায় উক্ত এ্যানেক্সার এর কোন বৈধ রূপ নাই, সেহেতু উহার বরাতে দরখাস্তকারীর কোন আইনসম্মত অধিকারও জন্মে নাই।

এক্ষেত্রে ৪৯ ডিএলআর, ৪২২, কাজী আলতাব উদ্দিন গং-বনাম-বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় গং মোকদমার নজির এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"A letter from a secretary of Ministry of the Government is not a legal instrument creating legal rights for the petitioners.... It only lays down the policy of the Government without any force of law and creating any legal right.

উপরোক্ত অভিমতের আলোকে অত্র রুলটি এ্যাবসলিউট করার কোন হেতুবাদ দরখাস্তকারীর বক্তব্যে আমরা পাই নাই। অন্যদিকে প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যে রুলটি খারিজ (Discharge)

হওয়ার মত যথেষ্ট জোরালো যুক্তি, উপকরণ ও উপাদান বিদ্যমান বিধায় রুলটি খারিজ (Discharge) হওয়া ন্যায় বিচারের পরিপূরক ও যুক্তিযুক্ত।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা একমত যে দরখাস্তকারীর রীট আবেদনটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আনয়ন করা হইয়াছে, বিধায় তাহা রক্ষণীয়তার অভাবে চলিতে পারেনা। সেহেতু খারিজযোগ্য।

অতএব,

ফলাফল

অত্র রুলটি বিনা খরচায় খারিজ করা হইল এবং এ্যানেক্সার-এফ স্মারক নং-ভূঃমঃ/শ-৪/খাজব-১৩২/২০০৩-২২০ তারিখঃ ০৪/০৪/২০০৪ইং, এ্যানেক্সার-'জি' স্মারক নং-১৬৫২/এস,এ(বাঃ) তারিখ ০২/১২/২০০৪, এ্যানেক্সার-জি-১ স্মারক নং জেপ্ররং/এস,এ(বঃ)৯-১৫২/০৫-১৩১৫ তারিখ ১৮/০৮/২০০৫ ইং, এতদ্বারা অবৈধ, আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ইস্যুকৃত ছিল; ইহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই এবং এই এ্যানেক্সার বলে দরখাস্তকারীর কোন অধিকার অর্জিত হয় নাই মর্মে ঘোষিত হইল।

বিচারপতি এ,এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরীঃ

আমি একমত।